

## সূরা ৫৬ : ওয়াকি'আহ, মাক্কী

## ৫৬ - سورة الواقعة 'مَكِّيَّة

(আয়াত ৯৬ রুকু ৩)

(آيَاتُهَا : ٩٦ رُكُوعَاتُهَا : ٣)

## সূরা ওয়াকি'আহর বৈশিষ্ট্য

আবু ইসহাক (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একদা আবু বাকর (রাঃ) বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'হ্যাঁ, আমাকে সূরা হুদ (১১), সূরা ওয়াকি'আহ (৫৬), সূরা মুরসালাত (৭৭), সূরা আশ্মা ইয়াতাসাআলুন (৭৮) এবং সূরা ইয়াশ শামসু কুউয়িরাত (৮১) বৃদ্ধ করে ফেলেছে।' (তিরমিযী ৯/১৮৪, হাসান গারীব)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে -	١. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
২। তখন সংঘটন অস্বীকার করার কেহ থাকবেনা।	٢. لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ
৩। এটা কেহকে করবে নীচ, কেহকে করবে সম্মুখত;	٣. خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ
৪। যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী -	٤. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا
৫। এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে।	٥. وَدُسَّتِ الْجِبَالُ دَسًّا
৬। ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় -	٦. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا
৭। এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে।	٧. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً

৮। ডান দিকের দল! কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল।	৮. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
৯। এবং বাম দিকের দল! কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!	৯. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
১০। আর অগ্রবর্তীগণইতো অগ্রবর্তী।	১০. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
১১। তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত -	১১. أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
১২। সুখ উদ্যানের।	১২. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

### কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহ বর্ণনা

ওয়াকিআহ কিয়ামাতের নাম। কেননা এটা সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত। যেমন অন্য আয়াতে আছে :

#### فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ১৫) এটার সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। না এটাকে কেহ টলাতে পারে, না কেহ হটাতে পারে। এটা নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত হবেই। যেমন অন্য আয়াতে আছে :

أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ

তোমরা তোমাদের রবের আহ্বানে সাড়া দাও সেই দিন আসার পূর্বে যা আল্লাহর বিধানে অপ্রতিরোদ্ধ। (সূরা শূরা, ৪২ : ৪৭) অন্য জায়গায় রয়েছে :

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ

এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করার কেহ নেই। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ১-২) অন্য আয়াতে আছে :

وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

যেদিন তিনি বলবেন : হাশর হও সেদিন হাশর হয়ে যাবে। তাঁর কথা খুবই যথার্থ বাস্তবানুগ। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন একমাত্র তাঁরই হবে বাদশাহী ও রাজত্ব। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তাঁর জ্ঞানায়ত্তে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৭৩)

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এটা অবশ্যই ঘটবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এটি থেমে যাবেনা, উঠিয়ে নেয়া হবেনা কিংবা পরিত্যাগও করা হবেনা। (তাবারী ২৩/৮৯)

এটা কেহকেও করবে নীচ, কেহকেও করবে সমুন্নত। ঐদিন বহু লোক নীচতম ও হীনতম হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে যারা দুনিয়ায় শক্তিশালী ও মর্যাদাবান ছিল। পক্ষান্তরে বহু লোক সেদিন সমুন্নত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও তারা দুনিয়ায় নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল এবং মর্যাদার অধিকারী ছিলনা। হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : এই কিয়ামাত নিকটের ও দূরের লোকদেরকে সতর্ক করে দিবে। এটা নীচু হবে এবং নিকটের লোকদেরকে শুনিয়ে দিবে। তারপর উঁচু হবে এবং দূরের লোকদেরকে শোনাবে। যাহাহক (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন।

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۚ পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং দুলতে থাকবে। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেছেন : পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তাসহ প্রকম্পিত হবে, যেমন করে চালুনী দ্বারা ওর মধ্যস্থিত সবকিছুকে নাড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ : ১)  
অন্যত্র আছে :

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفًا رَبُّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ)  
কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ১)

এরপর বলেন : **وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا** পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন : **وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا** এর অর্থ হচ্ছে পর্বতসমূহকে নির্মমভাবে ধূলিকণায় পরিণত করা হবে। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন : পর্বতমালাসমূহের ঐ অবস্থা হবে যেমনটি নিচের আয়াতে বলা হয়েছে :

### كَيْبًا مَّهِيلًا

পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ : ১৪) আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন : ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলি-কণায়।

আবু ইসহাক (রহঃ) হারিস (রহঃ) হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : **هَبَاءٌ** হল এমন প্রচন্ড ধূলি ধূসরিত ঝড় যা ক্ষণিকের মধ্যেই সবকিছু বিধ্বস্ত করে দিবে যাতে ওর পূর্বের কোন অস্তিস্ব খুজে পাওয়া যাবেনা। আল আউফী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : ইহা হল ঐ অগ্নি স্কুলিঙ্গ যখন উহা আগুনের উৎস থেকে উপরের দিকে উঠে এবং আবার নীচে পতিত হয়ে অতি দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। (তাবারী ২৩/৯৪) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন : উহা হল ভাসমান বস্তু যাকে প্রচন্ড বাতাস চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : উহা হল যেন গাছের বিভিন্ন শুকনা অংশ, যা বাতাস এদিক ওদিক নিয়ে যায়।

### বিচার দিবসে তিন ধরনের লোকের বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন : **وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً** তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে। একটি দল আরশের ডান দিকে থাকবে। তারা হবে ঐসব লোক যারা আদমের (আঃ) ডান পার্শ্বদেশ হতে বের হয়েছিল এবং যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তাদেরকে ডান দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সুদী (রহঃ) বলেন যে, তারা হবেন জান্নাতের বেশির ভাগ লোক। দ্বিতীয় দলটি আরশের বাম দিকে থাকবে। এরা হবে ঐসব লোক যাদেরকে আদমের (আঃ) বাম পার্শ্বদেশ হতে বের করা হয়েছিল। এদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে এবং এদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এরা সব জাহান্নামী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে রক্ষা করুন!

তৃতীয় দলটি মহামহিমাম্বিত আল্লাহর সামনে থাকবেন। তাঁরা হবেন বিশিষ্ট দল। তাঁরা আসহাবুল ইয়ামীনের চেয়েও বেশি মর্যাদাবান ও নৈকট্য লাভকারী। তাঁরা হবেন ডান দিকের জান্নাতবাসীদের নেতা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নাবী, রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণ। ডান দিকের লোকদের চেয়ে তাঁরা সংখ্যায় কম হবেন। সুতরাং হাশরের মাইদানে সমস্ত মানুষ এই তিন শ্রেণীরই থাকবে, যেমন এই সূরার শেষে সৎক্ষিপ্তভাবে তাদের এই তিনটি ভাগই করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ  
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ

অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩২)

সাবেকুন বা অগ্রবর্তী লোক কারা এ ব্যাপারে বহু উক্তি রয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), আবু হাজরাহ ইয়াকুব ইব্ন মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ এর অর্থ হচ্ছে নাবী/রাসূলগণ। (কুরতুবী ১৭/১৯৯) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তারা হলেন ইল্লীয্যিনের বাসিন্দাগণ। যারা আগে বেড়ে গিয়ে অন্যদের উপর অগ্রবর্তী হয়ে আল্লাহ তা'আলার ফরমান পালন করে থাকেন তারা সবাই সাবেকুনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৩) অন্যত্র বলেন :

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২১) সুতরাং এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সাওয়াবের কাজে অগ্রগামী হবে, সে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতের দিকেও অগ্রবর্তীই থাকবে। প্রত্যেক আমলের প্রতিদান ঐ

শ্রেণীরই হয়ে থাকে। যেমন সে আমল করে তেমনই সে ফল পায়। এ জন্যই মহান আল্লাহ এখানে বলেন : فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত, তারাই থাকবে সুখদ উদ্যানে।

১৩। বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে;	۱۳. ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
১৪। এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে,	۱۴. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
১৫। স্বর্ণ খচিত আসনে -	۱۵. عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ
১৬। তারা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখী হয়ে।	۱۶. مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ
১৭। তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোররা -	۱۷. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ
১৮। পান পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।	۱۸. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ
১৯। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা।	۱۹. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ
২০। এবং তাদের পছন্দ মত ফলমূল -	۲۰. وَفَلَاحَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ
২১। আর তাদের ঈস্পিত পাখীর গোশত দিয়ে;	۲۱. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

২২। আর তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হ্র -	۲۲. وَحُورٌ عِينٌ
২৩। সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ -	۲۳. كَأَمْثَلِ اللَّوْثِ الْمَكْنُونِ
২৪। তাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ।	۲۴. جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
২৫। সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য,	۲۵. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا
২৬। 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত।	۲۶. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا

### অপরবর্তী দলের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা ঐ বিশিষ্ট নৈকট্য লাভকারীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তারা পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে বহু সংখ্যক এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। এই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের তাফসীরে কয়েকটি উক্তি রয়েছে। যেমন একটি উক্তি হল এই যে, পূর্ববর্তী দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহ এবং পরবর্তী দ্বারা এই উম্মাত অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) এরূপ বলেছেন এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই উক্তিটিকেই পছন্দ করেছেন (তাবারী ২৩/৯৮) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই উক্তির সবলতার পক্ষে ঐ হাদীসটি পেশ করেছেন যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আমরা হলাম পরবর্তী, কিন্তু কিয়ামাতের দিন আমরাই হব পূর্ববর্তী।' (ফাতহুল বারী ১১/৫২৬) এই উক্তির সহায়ক মুসনাদ ইব্ন আবি হাতিমে বর্ণিত হাদীসটিও হতে পারে। তা হল : আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, যখন কুরআনুল হাকীমের আয়াত **ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ** অবতীর্ণ হয় তখন এটা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের উপর খুবই কঠিন ঠেকে। ঐ সময় **ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَمِنَ الْآخِرِينَ** এই আয়াত অবতীর্ণ

হয়। অর্থাৎ 'বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং বহু সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।' তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ, বরং এক তৃতীয়াংশ এমনকি অর্ধাংশ। তোমরাই হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধাংশ। আর বাকী অর্ধাংশের মধ্যেও তোমরা থাকবে।' (আহমাদ ২/৩৯১)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) যে উক্তিটিকে পছন্দ করেছেন তাতে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে উক্তিটি খুবই দুর্বল। কেননা কুরআনের ভাষা দ্বারা এই উম্মাতের অন্যান্য সমস্ত উম্মাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্য হতে বেশি এবং এই উম্মাতের মধ্য হতে কম কি করে হতে পারে? তবে হ্যাঁ, এ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, সমস্ত উম্মাতের নৈকট্যপ্রাপ্তগণ মিলে শুধু এই উম্মাতের নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা হতে অধিক হবেন। কিন্তু বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত উম্মাতের নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা হতে শুধু এই উম্মাতের নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা অধিক হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই বাক্যের তাফসীরে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এই উম্মাতের প্রথম যুগের লোকদের মধ্য হতে নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে এবং পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্য হতে কম হবে। এ উক্তিটি রীতি সম্মত।

শা'বি ইব্ন ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন : 'এই উম্মাতের মধ্যে যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ অনেক ছিলেন।' ইমাম ইব্ন সীরীনও (রহঃ) এ কথাই বলেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে এই প্রথম যুগীয় লোকদের অনেকেই নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পরবর্তী যুগের লোকদের খুব কম সংখ্যকই এই মর্যাদা লাভ করেছেন। তাহলে ভাবার্থ এরূপ হওয়াও সম্ভব যে, প্রত্যেক উম্মাতেরই প্রথম যুগের লোকদের মধ্যে নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা অধিক এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে এ সংখ্যা কম। কারণ সহীহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'সর্বযুগের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, তারপর এর পরবর্তী যুগ, এরপর এর পরবর্তী যুগ, (শেষ পর্যন্ত)।' (বুখারী ৩৬৫১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন :



‘আমার উম্মাতের একটি দল সদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বিজয়ী থাকবে। তাদের শত্রুরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। তাদের বিরোধীরা তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত করতে পারবেনা যে পর্যন্ত না কিয়ামাত সংঘটিত হবে।’ অন্যত্র বলা হয়েছে : ... যে পর্যন্ত না আল্লাহর নির্দেশ হবে ততদিন তারা ঐ রূপই থাকবে। (বুখারী ৭১. ৩১১৬, ৩৬৪০, ৩৬৪১, ৭৩১১, ৭৩১২, ৭৪৫৯, ৭৪৬০)

মোট কথা, এই উম্মাত বাকী সমস্ত উম্মাত হতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। আর এই উম্মাতের মধ্যে নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মাতদের তুলনায় বহুগুণ বেশি হবে। তারা হবে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। কেননা দীন পরিপূর্ণ হওয়া এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এরাই সর্বোত্তম। ধারাবাহিকতার সাথে এ হাদীসটি প্রামাণ্যে পৌঁছে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘এই উম্মাতের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আর একটি বর্ণনা রয়েছে যে, ‘এই উম্মাতের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এবং প্রতি জনের জন্য আরও সত্তর হাজার করে লোক থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন :

عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : নৈকট্যপ্রাপ্তদের বিশ্রামের পালঙ্কটি সোনার তৈরী হবে। (তাবারী ২৩/৯৯) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১০০) তারা ঐ আসনে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। কেহ কারও দিকে পিঠ করে বসবেনা।

তাদের সেবায় ঘুরাফিরা করবে চির কিশোরেরা। অর্থাৎ ঐ সেবকরা বয়সে একই অবস্থায় থাকবে। তারা বড়ও হবেনা, বৃদ্ধও হবেনা এবং তাদের বয়সে কোন পরিবর্তনও হবেনা, বরং তারা সদা কিশোরই থাকবে। তাদের হাতে থাকবে ঐ পানপাত্র যাতে চোঙ্গ এবং ধরে রাখার জিনিস থাকবে। এগুলি সুরার প্রবহমান প্রস্রবণ হতে পূর্ণ করা থাকবে, যে সূরা কখনও শেষ হবার নয়। কেননা ওর প্রস্রবণ সদা জারী থাকবে। এই সদা-কিশোরেরা সূরাপূর্ণ পানপাত্রগুলি তাদের নরম হাতে নিয়ে ঐ জান্নাতীদের সেবায় এদিক ওদিক ঘুরাফিরা করতে থাকবে। সেই সূরা পানে তাদের শিরঃপীড়াও হবেনা এবং তারা জ্ঞানহারীও হবেনা। সুতরাং পূর্ণ মাত্রায় তারা ঐ সুরার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : প্রতিটি মদের মধ্যে চারটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

(এক) নেশা, (দুই) মাথা ব্যথা, (তিন) বমি বমি ভাব এবং (চার) অতিরিক্ত প্রস্রাব। মহান রাব্ব আল্লাহ জান্নাতের সূরা বা মদের বর্ণনা দিয়ে ওকে এই চারটি দোষ হতে মুক্ত বলে ব্যক্ত করলেন। (কুরতুবী ১৭/২০৩) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আতিয়িয়াহ আল আউফী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন যে لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا এর অর্থ হচ্ছে, ইহা পান করায় কোন মাথা ব্যথা বা বিমুনি আসবেনা। তারা আরও বলেন যে, وَلَا يُزْفُونَ এর অর্থ হচ্ছে তাদের জ্ঞানও লোপ পাবেনা। (তাবারী ২৩/১০৪, ১০৫) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ঐ চির কিশোরেরা তাদের কাছে ঘুরাফিরা করবে তাদের পছন্দ মত নানা প্রকারের ফলমূল নিয়ে এবং তাদের ঈস্পিত পাখীর গোশত নিয়ে। যে ফল খাওয়ার তাদের ইচ্ছা হবে এবং যে গোশত খেতে তাদের মন চাবে, সাথে সাথে তারা তা পাবে। এ আয়াতে এই দলীল রয়েছে যে, মানুষ ফল পছন্দ করে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী খেতে পারে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্ন খুব পছন্দ করতেন। কেহ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি না তা তিনি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন। কেহ কোন স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে এবং তাতে তিনি আনন্দিত হলে ওটা খুব ভাল স্বপ্ন বলে জানা যেত। একদা এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছে যেন কেহ এলো এবং আমাকে মাদীনা হতে নিয়ে গিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দিল। তারপর আমি এক হৈ চৈ শুনলাম, যার ফলে জান্নাত কাঁদছিল। আমি চোখ তুলে তাকালে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুককে দেখতে পাই।' এভাবে মহিলাটি বারোজন লোকের নাম করেন। এই বারোজন লোকেরই একটি বাহিনীকে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তাদেরকেই স্বপ্নে জান্নাতে দেখানো হয়েছে। তাদের দেহের আঘাত থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল। শিরাগুলো ফুটেছে ছিল। নির্দেশ দেয়া হয় : 'তাদেরকে নাহরে বায়দাখ বা নাহরে বায়যাখে নিয়ে যাও।' যখন তাঁরা ঐ নদীতে ডুব দিলেন তখন তাঁদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত চমকতে থাকল। অতঃপর তাঁদের জন্য সোনার থালায় খেজুর আনা হয় যা তাঁরা ইচ্ছা মত খেলেন। তারপর নানা প্রকারের ফল-মূল তাঁদের কাছে হাযির করা হল যেগুলি

চারদিক হতে বাছাই করে রাখা হয়েছিল। এগুলি হতেও তাঁরা তাঁদের মনের চাহিদা মত খেলেন। আমিও তাঁদের সাথে শরীক হলাম ও খেলাম।’

কিছুদিন পর একজন দূত এলো এবং বলল : ‘অমুক অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন যাদেরকে আপনি রণাঙ্গনে পাঠিয়েছিলেন।’ দূতটি ঐ বারোজনেরই নাম করল যে বারোজনকে ঐ মহিলাটি স্বপ্নে দেখেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সতী মহিলাটিকে আবার ডাকিয়ে নেন এবং তাঁকে বলেন : ‘পুনরায় তুমি তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্তটি বর্ণনা কর।’ মহিলাটি এবারও ঐ লোকগুলিরই নাম করলেন যাদের নাম ঐ দূতটি করেছিলেন। (আহমাদ ৩/১৩৫, মুসনাদ আবুল ইয়লা (৬/৪৪) হাফিয় আদ দি‘আ (রহঃ) বলেছেন যে, এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্ত পূরণ করে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘জান্নাতের পাখী বড় বড় উটের সমান হয়ে জান্নাতের গাছে চরে ও খেয়ে বেড়াবে।’ এ কথা শুনে আবু বাকর (রাঃ) বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে ঐ পাখীতো বড় নি‘আমাত উপভোগ করবে?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘যারা এই পাখীর গোশত খাবে তারাই হবে বেশি নি‘আমাতের অধিকারী।’ তিনবার তিনি এ কথাই বলেন। তারপর বলেন : ‘হে আবু বাকর (রাঃ)! আমি আশা করি যে, আপনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যারা এই পাখীগুলির গোশত খাবে।’ (আহমাদ ৩/২২১)

كَأَمْثَالِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। এই হুরগুলি এমন হবে যেমন সতেজ, সাদা ও পরিষ্কার মুক্তা হয়ে থাকে। যেমন সূরা সাফফাতে রয়েছে :

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ

তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৪৯) সূরা আর-রাহমানেও এই বিশেষণ তাফসীরসহ গত হয়েছে।

جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ এটা তাদের সৎ কাজের প্রতিদান। অর্থাৎ এই উপঢৌকন তাদের সৎকর্মেরই ফল।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য। ঘৃণ্য ও মন্দ কথার একটি শব্দও তাদের কানে আসবেনা। যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছে :

## لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً

সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবেনা। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ১১) তবে হ্যাঁ, তারা শুনবে শুধু 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

## وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২৩) তাদের কথাবার্তা বাজে ও পাপ হতে পবিত্র হবে।

২৭। আর ডান দিকের দল! কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!	২৭. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ
২৮। তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কন্টকহীন কুল বৃক্ষ,	২৮. فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ
২৯। কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ,	২৯. وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ
৩০। সম্ভ্রাসারিত ছায়া,	৩০. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ
৩১। সদ্য প্রবাহমান পানি,	৩১. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ
৩২। ও প্রচুর ফলমূল -	৩২. وَفَيْكِهَةٍ كَثِيرَةٍ
৩৩। যা শেষ হবেনা এবং যা নিষিদ্ধও হবেনা,	৩৩. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ
৩৪। আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ।	৩৪. وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ
৩৫। তাদের জন্য আমি করেছি বিশেষ সৃষ্টি।	৩৫. إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً

৩৬। তাদেরকে করেছি কুমারী,	۳۶. فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا
৩৭। সোহাগিনী ও সমবয়স্কা -	۳۷. عُرُبًا أَتْرَابًا
৩৮। (এ সবই) ডান দিকের লোকদের জন্য।	۳۸. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ
৩৯। তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে।	۳۹. ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
৪০। এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।	۴۰. وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

### ডান দিকের দলের পুরস্কার

অগ্রবর্তীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা সৎ আমলকারীদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যাদের মর্যাদা অগ্রবর্তীদের তুলনায় কম। এদের অবস্থা যে কত সুখময় তার বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন : **فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ** এরা ঐ জান্নাতে অবস্থান করবে যেখানে কুলবৃক্ষ রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইব্ন আহওয়াস (রহঃ), কাসামাহ ইব্ন যুহাইর (রহঃ), সাফর ইব্ন নুসাইয়ির (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (রহঃ), সুদী (রহঃ), আবু হাজরাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ঐ কুলবৃক্ষগুলি কন্টকহীন হবে। (তাবারী ২৩/১১০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ গাছে ফল হবে অধিক ও উন্নতমানের। দুনিয়ার কুলবৃক্ষগুলি হয় কাঁটায়ুক্ত এবং কম ফলবিশিষ্ট। পক্ষান্তরে, জান্নাতের কুলবৃক্ষগুলি হবে অধিক ফলবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে কন্টকহীন। ফলের ভারে শাখাগুলি নুয়ে পড়বে। উৎবাহ ইব্ন আবদ আস সুলামি (রাঃ) বলেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় এক বেদুঈন এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি বলবেন, জান্নাতের ঐ গাছটি কোন গাছ যাতে প্রচুর কাটা রয়েছে এবং ওর চেয়ে বেশী কাটা আর কোন গাছে নেই? বলা হল, ওটা হল কুল গাছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ঐ গাছের যেখানেই কাটা রয়েছে সেখানেই ওর

পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা কুল সৃষ্টি করে দিবেন এবং প্রতিটি কুলের থাকবে সত্তরটি রং এবং একটি থেকে অন্যটি হবে ভিন্নতর। (তাবারানী ৪০২, আহমাদ ৪/১৮৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَطَلَحٌ مَّنْضُودٌ সেখানে আরও রয়েছে মানদূদ বৃক্ষ। طَلَحٌ হল এক ধরনের গাছ, যা হিজায়ের ভূ-খণ্ডে জন্মে থাকে। এটা কন্টকময় বৃক্ষ। এতে কাঁটা খুব বেশি থাকে।

مَّنْضُودٌ এর অর্থ হল কাঁদি কাঁদি ফলযুক্ত গাছ। এ দু'টি গাছের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরাবরা এই গাছগুলির গভীরতা ও মিষ্টি ছায়াকে খুবই পছন্দ করত। এই গাছ বাহ্যতঃ দুনিয়ার গাছের মতই হবে, কিন্তু কাঁটার স্থলে মিষ্টি ফল হবে।

জাওহারী (রহঃ) বলেন, এই গাছকে طَلَحٌও বলে এবং طَلْعٌও বলে। আলী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। তবে সম্ভবতঃ এটা কুলেরই গুণবিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ ঐ গাছগুলি কন্টকহীন এবং অধিক ফলদানকারী। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবু হুরাইরাহ (রাঃ), হাসান (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাসামাহ ইব্ন যুহাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবু হাজরাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজ্ঞান طَلَحٌ দ্বারা কলা গাছকে বুঝিয়েছেন। (তাবারী ২৩/১১২, ১১৩) মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) আরও বলেন যে, ইয়ামানবাসী কলাকে طَلَحٌ বলে। আল্লাহ বলেন : وَظِلٌّ مَّمْدُودٌ লম্বা ও সম্প্রসারিত ছায়া সেখানে থাকবে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'জান্নাতী গাছের ছায়ায় দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশ' বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তথাপি ছায়া শেষ হবেনা। তোমরা ইচ্ছা করলে وَظِلٌّ مَّمْدُودٌ এ আয়াতটি পাঠ কর।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৫, মুসলিম ৪/২১৭৫)

অন্যত্র আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জান্নাতী গাছের ছায়া অতিক্রম করতে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর একশ' বছর পর্যন্ত চলতে লাগবে। তোমরা ইচ্ছা করলে وَظِلٌّ

مَمْدُود এ আয়াতটি পাঠ কর।' (আহমাদ ২/৪৮২, ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১৭৫) আরও আছে মুসনাদ আবদুর রায্যাক ১১/৪১৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ. لَّا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ আর তাদের কাছে থাকবে প্রচুর ফলমূল। এগুলি হবে খুবই সুস্বাদু। এগুলি না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শ্রবণ করেছে, না মানুষের অন্তরে খেয়াল জেগেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ  
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا

যখনই সেখানে তাদেরকে খাবার হিসাবে ফলপুঞ্জ প্রদান করা হবে তখনই তারা বলবে : আমাদেরতো এটা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল; বস্তুতঃ তাদেরকে একই সদৃশ ফল প্রদান করা হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫) জান্নাতের ফলগুলি দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই মনে হবে, কিন্তু যখন খাবে তখন স্বাদ অন্য রকম পাবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সিদরাতুল মুনতাহার বর্ণনায় রয়েছে যে, ওর পাতাগুলি হবে হাতীর কানের মত এবং ফলগুলি বড় বড় মটকার মত হবে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৯, মুসলিম ১/১৪৬)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসে তিনি সূর্যে গ্রহণ লাগা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে এও রয়েছে যে, সালাত শেষে তাঁর পিছনে সালাত আদায়কারীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা এই জায়গায় আপনাকে সামনে অগ্রসর হতে এবং পিছনে সরে আসতে দেখলাম, ব্যাপার কি?' তিনি উত্তরে বললেন : 'আমি জান্নাত দেখেছি। জান্নাতের ফলের গুচ্ছ আমি নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে দুনিয়া থাকা পর্যন্ত তা থাকত এবং তোমরা তা খেতে থাকতে।' (ফাতহুল বারী ২/৬২৭, মুসলিম ২/৬২৬)

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, উতবাহ ইব্ন আবদ সুলামী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একজন বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাউযে কাওসার এবং জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। সে প্রশ্ন করে : 'সেখানে কি ফলও

আছে?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘হ্যাঁ সেখানে তুবা নামক একটি গাছও আছে।’ বর্ণনাকারী বলেন : এর পরে আরও বর্ণনা করেন যা আমার স্মরণ নেই। তারপর লোকটি জিজ্ঞেস করে : ‘ঐ গাছটি কি আমাদের ভূ-খণ্ডের কোন গাছের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন : ‘তোমাদের অঞ্চলে ওর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত কোন গাছ নেই। তুমি কোন দিন সিরিয়ায় গেছ কি?’ উত্তরে সে বলল : ‘না।’ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘সিরিয়ায় এক প্রকার গাছ জন্মে যাকে জাওয়াহ বলা হয়। ও একটি মাত্র কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং ওর শাখা প্রশাখা থাকে চারিদিকে বিস্তৃত।’ লোকটি প্রশ্ন করল : ‘ওর গুচ্ছ কত বড় হয়?’ তিনি উত্তর দিলেন : ‘একটি কাক এক মাস যত দূর পর্যন্ত উড়ে যাবে ততো বড়।’ লোকটি জিজ্ঞেস করল : ‘ঐ গাছের গুঁড়ি কত মোটা?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘তুমি যদি তোমার চার বছরের উষ্ট্রিকে ছেড়ে দাও এবং সে চলতে চলতে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তার কাঁধ বেঁকে যায় তবুও সে ঐ গাছের গুঁড়ি ঘুরে শেষ করতে পারবেনা।’ লোকটি প্রশ্ন করল : ‘সেখানে কি আগুর ধরবে?’ তিনি জবাব দেনঃ ‘হ্যাঁ।’ সে জিজ্ঞেস করল : ‘কত বড়?’ উত্তরে তিনি বললেন : ‘তুমি কি তোমার পিতাকে তার যুথ হতে কোন মোটা-তাজা ভেড়া নিয়ে যবাহ করে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তোমার মাকে দিয়ে ‘এর দ্বারা বালতি বানিয়ে নাও’ এ কথা বলতে শুনেছ?’ সে জবাবে বলে : ‘হ্যাঁ।’ তখন তিনি বললেন : ‘বেশ, এরূপই বড় বড় আগুরের দানা হবে।’ সে বলল : ‘তাহলেতো একটি আগুর দানাই আমার এবং আমার পরিবারের লোকদের জন্য যথেষ্ট হবে?’ তিনি উত্তর দিলেন : ‘শুধু তোমার ও তোমার পরিবারের জন্যই নয়, বরং তোমাদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্যও যথেষ্ট হবে।’ (আহমাদ ৪/১৮৩) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَةَ যা শেষ হবেনা ও যা নিষিদ্ধও হবেনা। এ নয় যে, শীতকালে থাকবে এবং গ্রীষ্মকালে থাকবেনা অথবা গ্রীষ্মকালে থাকবে এবং শীতকালে থাকবেনা। বরং এটা হবে চিরস্থায়ী ফল। চাইলেই পাওয়া যাবে। আল্লাহর ক্ষমতা বলে সদা-সর্বদা ওটা মওজুদ থাকবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : এমন কি কোন কাঁটায়ুক্ত শাখারও কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা এবং দূরেরও হবেনা। (তাবারী ২৩/১১৮) গাছের ফল তুলে নিতে কোন কষ্টই হবেনা। এদিকে একটি ফল তুলবে, আর ওদিকে আর একটি ফল এসে ঐ স্থান পূরণ করে দিবে। যেমন এ ধরনের হাদীস ইতোপূর্বে গত হয়েছে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :



وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ 'আর তাদের জন্য রয়েছে সমুচ্চ শয্যাসমূহ।' এই বিছানা হবে খুবই নরম ও আরামদায়ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ. إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. غُرُبًا أَثَرَابًا  
এখানে ঐ মহিলাদের কথা বলা হয়েছে যারা থাকবেন উঁচু উঁচু সোফা এবং  
বিছানায়, কিন্তু এ আয়াতে তাদের কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। যেমন অন্যত্র  
আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানের (আঃ) জবানে বলেন :

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِرَاتُ الْجِيَادُ. فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ  
عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

যখন অপরাহ্নে তার সামনে ধাবমান উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল  
তখন সে বলল : আমিতো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে  
মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। (সূরা সাদ, ৩৮ : ৩১-৩২)  
এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً আমি এই স্ত্রীদেরকে করেছি কুমারী। ইতোপূর্বে তারা  
ছিল একেবারে খুড়খুড়ে বুড়ী। আমি এদেরকে করেছি তরুণী ও কুমারী। তারা  
তাদের বুদ্ধিমত্তা, কমনীয়তা, সৌন্দর্য, সচ্চরিত্রতা এবং মিস্তিত্বের কারণে তাদের  
স্বামীদের নিকট খুবই প্রিয়পাত্রী হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জান্নাতে মু'মিনকে  
এত এত স্ত্রীদের কাছে যাওয়ার শক্তি দান করা হবে।' আনাস (রাঃ) তখন  
জিজ্ঞেস করেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এত  
ক্ষমতা সে রাখবে?' জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :  
'একশ' জন লোকের সমান শক্তি তাকে দান করা হবে।' (মুসনাদ তায়ালেসী  
২৬৯, তিরমিযী ৭/২৪১, সহীহ গারীব)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া  
সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম! আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হব?' উত্তরে  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'প্রতিদিন একজন লোক  
একশ' জন কুমারীর সাথে মিলিত হবে।' (তাবারানী সাগীর ২/৬৮) হাফিয আবু

আবদুল্লাহ মাকদিসী (রহঃ) বলেন : আমার মতে এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার শর্ত পূরণ করে। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) **عُرْبًا** এর তাফসীরে বলেন যে, জান্নাতে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি আসক্ত হবে এবং স্বামীও তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে। (দুররুল মানসুর ৮/১৬) আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাসীর (রহঃ), আতিয়িয়া (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্বাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১২১-১২৩) যাহ্বাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'আতরাব' অর্থ হচ্ছে, তারা হবে সবাই তেত্রিশ বছরের সম বয়স্কা। (দুররুল মানসুর ৮/১৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে একই ধরনের (বয়স)। (তাবারী ২৩/২৪) আতিয়িয়া (রহঃ) বলেছেন, 'তুলনামূলক'। আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

**لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ** এই মহিলাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিয়ের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে ঐ সব লোকদের জন্য, যারা হচ্ছে ডান দিকের দল। ইহা হল ইব্ন জারীরের (রহঃ) অভিমত।

**أَثَرَابٍ** এর অর্থ হল সমবয়স্কা অর্থাৎ সবাই তেত্রিশ বছর বয়স্কা। এও অর্থ হয় যে, স্বামী এবং তার স্ত্রীদের স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ একই রকম হবে। স্বামী যা পছন্দ করে স্ত্রীও তাই পছন্দ করে এবং স্বামী যা অপছন্দ করে স্ত্রীও তাই অপছন্দ করে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

**لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ أَثَرَابًا** এদেরকে ডান দিকের লোকদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদেরই জন্য রক্ষিত রাখা হয়েছে। কিন্তু বেশি প্রকাশমান এটাই যে, এটা ... **إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ** এর সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি।

এও হতে পারে যে, এই **لَامٍ** সম্পর্কযুক্ত **أَثَرَابًا** এর সাথে। অর্থাৎ তাদেরই সমবয়স্কা হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তাদের পরবর্তী দলের চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা

পায়খানা, প্রস্রাব, খুথু এবং নাকের শ্লেষ্মা হতে পবিত্র হবে। তাদের চিরঞ্জী হবে স্বর্ণনির্মিত। তাদের দেহের ঘাম মৃগনাভীর মত সুগন্ধময় হবে। বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা হুরেরা হবে তাদের স্ত্রী। তাদের সবারই গঠন হবে একই রকম। তারা সবাই তাদের পিতা আদমের (আঃ) আকৃতিতে ষাট হাত দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট হবে।’ (ফাতহুল বারী ৬/৪১৭, মুসলিম ৪/২১৭৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ. وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ  
আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোক  
অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বলেন : ‘আজ আমার সামনে নাবীদেরকে তাঁদের উম্মাতসহ পেশ করা হয়। কোন কোন নাবীর (আঃ) একটি দল ছিল, কারও সাথে মাত্র তিনজন লোক ছিল এবং কারও সাথে একজনও ছিলনা।’ হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদাহ (রহঃ) এটুকু বর্ণনা করার পর নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ লোক কেহ নেই? (সূরা হুদ, ১১ : ৭৮)  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ পর্যন্ত মূসা ইব্ন ইমরান (আঃ) আগমন করেন। তাঁর সাথে বানী ইসরাঈলের একটি বিরাট দল ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আমার রাব্ব! ইনি কে? উত্তর হল : ‘ইনি তোমার ভাই মূসা ইব্ন ইমরান (আঃ) এবং তার সাথে রয়েছে তার অনুসারী উম্মাত। আমি প্রশ্ন করলাম : হে আমার রাব্ব! তাহলে আমার উম্মাত কোথায়? আল্লাহ তা‘আলা উত্তরে বললেন : ‘তোমার ডানে পাহাড়ের দিকে তাকাও।’ আমি তাকালাম এবং এক বিরাট জামা‘আতের লোকের চেহারা দেখা গেল। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘তুমি কি খুশি?’ আমি উত্তরে বললাম : হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, আমি খুশি হয়েছি। তারপর তিনি আমাকে বললেন : ‘এখন তুমি তোমার বাম প্রান্তের দিকে তাকাও।’ আমি তখন তাকিয়ে অসংখ্য লোকের চেহারা দেখলাম। আবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘এখন তুমি খুশি হয়েছতো?’ আমি উত্তর দিলাম : হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, আমি খুশি হয়েছি। অতঃপর তিনি বললেন : ‘জেনে রেখ যে, এদের সাথে আরও সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।’ এ কথা শুনে উক্বাশা ইব্ন মিহসান (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি বানু আসাদ গোত্রীয় লোক ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে

অংশ নিয়েছিলেন। তিনি আরয করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করুন যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর জন্য দু‘আ করেন। এ দেখে আর একটি লোক দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন : ‘হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্যও দু‘আ করুন।’ তিনি বলেন : ‘উক্বাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়েছে।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘হে লোকসকল! তোমাদের উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, তোমাদের দ্বারা সম্ভব হলে তোমরা ঐ সত্তর হাজার লোকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। তা সম্ভব না হলে দিকচক্রবালের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। আমি অধিকাংশ লোককেই দেখেছি যে, তারা ওখানে জমায়েত হয়ে আছে।’ তারপর তিনি বলেন : ‘আমি আশা রাখি যে, সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ তোমরাই হবে।’ (বর্ণনাকারী বলেন : ) তাঁর এ কথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন : ‘আমি আশা করি যে, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হবে।’ আমরা তাঁর এ কথা শুনে পুনরায় তাকবীর পাঠ করলাম। আবার তিনি বললেন : ‘তোমরাই হবে সমস্ত জান্নাতবাসীর অর্ধেক।’ এ কথা শুনে আমরা আবারও তাকবীর পাঠ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন :

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

‘তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।’ এখন আমরা পরস্পর আলোচনা করলাম যে, এই সত্তর হাজার লোক কারা হবে? তারপর আমরা মন্তব্য করলাম যে, এরা হবে ঐ সব লোক যারা ইসলামেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং কখনই শিরক করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘বরং এরা হবে ঐসব লোক যারা শরীরে দাগ দিয়ে নেয়না, বাঁড় ফুঁক করায়না এবং পূর্ব লক্ষণ দেখে ভাগ্যের শুভাশুভ নির্ধারণ করেনা, বরং সদা রবের উপর নির্ভরশীল থাকে।’ (হাকিম ৪/৫৭৭, ফাতহুল বারী ১০/১৬৪, ২২৪; ১১/৩১২, ৪১৩; মুসলিম ১/১৯৮, ১৯৯; তিরমিযী ৭/১৩৯, আহমাদ ১/৪০১)

৪১। আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল!	٤١. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ الشِّمَالِ
৪২। তারা থাকবে অত্যাশ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,	٤٢. فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ
৪৩। কৃষ্ণ বর্ণ ধুম্রের ছায়ায়,	٤٣. وَظِلٍّ مِّنْ تَحْمُومٍ
৪৪। যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়।	٤٤. لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
৪৫। ইতোপূর্বে তারাতো মগ্ন ছিল ভোগ বিলাসে।	٤٥. إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ
৪৬। এবং তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপ কর্মে।	٤٦. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ
৪৭। তারা বলতো : মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হব আমরা?	٤٧. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
৪৮। এবং আমাদের পূর্বপুরুষরাও?	٤٨. أَوَءَا بَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ
৪৯। বল : অবশ্যই পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা -	٤٩. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ

	وَالْآخِرِينَ
৫০। সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে।	۵۰. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ
৫১। অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা!	۵۱. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ
৫২। তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাকুম বৃক্ষ হতে,	۵۲. لَا تَكُونَنَّ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ
৫৩। এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে,	۵۳. فَمَا لَكُنَّ مِنْهَا الْبُطُونَ
৫৪। তারপর তোমরা পান করবে অতৃষ্ণ পানি -	۵۴. فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
৫৫। পান করবে তৃষ্ণার্ত উদ্ভের ন্যায়।	۵۵. فَشَرِبُونَ شُرْبَ أَهْلِهِمِ
৫৬। কিয়ামাত দিনে ওটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।	۵۶. هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ

### বাম দিকের দলের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন আসহাবুশ শিমাল বা বাম দিকের লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা কতই না কঠিন শাস্তি ভোগ করবে! অতঃপর তাদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে এবং কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ. أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ  
لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. كَأَنَّهُ جَمَلٌ صُفْرٌ  
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে। চল তিন কুন্ডল বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করেনা অগ্নি শিখা হতে। ইহা উৎক্ষেপ করবে অটালিকা তুল্য বৃহৎ স্কুলিংগ। উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ২৯-৩৪) এজন্যই এখানে বলেছেন :

وَوَيْلٌ مِّن يَّحْمُومٍ তারা থাকবে কৃষ্ণ বর্ণ ধূম ছায়ায়। যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। এটা আরাবদের বাক পদ্ধতি যে, তারা যখন কোন জিনিসের মন্দ গুণ অধিকবার বর্ণনা করে তখন ওর সর্বপ্রকারের খারাপ গুণ বর্ণনা করার পর وَلَا كَرِيمٍ বলে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ লোকদেরকে শাস্তির যোগ্য বলার কারণ বর্ণনা করছেন :

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ দুনিয়ায় তাদেরকে যে নি'আমাতের অধিকারী করা হয়েছিল তার মধ্যে তারা মত্ত ছিল। রাসূলদের (আঃ) কথায় তারা মোটেই দ্রক্ষেপ করেনি। তারা ভোগ-বিলাসে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ছিল এবং অবিরাম ঘোরতর পাপকর্মে লিপ্ত ছিল।

ইবন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, حَنْتِ الْعَظِيمِ দ্বারা মূর্তি পূজা উদ্দেশ্য। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১৩২) এরপর তাদের আর একটি দোষের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে :

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَ لَمَبْعُوثُونَ. أَوْ آبَاؤُنَا তারা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকেও অসম্ভব মনে করে। তারা এটাকে মিথ্যা মনে করে এবং জ্ঞান সম্পর্কীয় দলীল পেশ করে যে, মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে গিয়ে পুনরায় জীবিত হওয়া কি কখনও সম্ভব হতে পারে? তাদেরকে উত্তর

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ  
 দেয়া হচ্ছে : কিয়ামাতের দিন সমস্ত আদম সন্তানকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে এবং সবাই এক মাঠে একত্রিত হবে। একজন লোকও এমন থাকবেনা যে দুনিয়ায় এসেছে অথচ সেখানে থাকবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ الْنَّاسُ  
 وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ. وَمَا تُؤْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ  
 نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা, অনন্তর তাদের মধ্যে কতকতো দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৩-১০৫) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন : সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। কিয়ামাতের দিন এবং সময় নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত রয়েছে। কম বেশি কিংবা আগে-পরে হবেনা। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَهِيَ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. لَا كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن رَّقُومٍ.  
 অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। কেননা ওটা জোরপূর্বক তোমাদের কণ্ঠনালীতে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। তারপর তোমরা পান করবে অতু্যক্ষ পানি এবং ঐ পানি তোমরা পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, কঠিন তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রকে هَائِم বলা হয়। সুদী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে উষ্ট্রের পিপাসায়ুক্ত রোগ রয়েছে। সে পানি চুষে নেয় কিন্তু পিপাসা দূর হয়না। এই রোগেই সে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুরূপভাবে জাহান্নামীকে গরম পানি পান করানো হবে, যা নিজেই একটা



জঘন্যতম শাস্তি। সুতরাং এর দ্বারা পিপাসা কিরূপে নিবারণ হতে পারে? এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন :

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ কিয়ামাতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।  
যেমন মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزْلًا

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউসের উদ্যান। (সূরা কাহফ, ১৮ : ১০৭) অর্থাৎ সম্মানিত আপ্যায়ন।

৫৭। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাহলে কেন তোমরা বিশ্বাস করছনা?	৫৭. نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ
৫৮। তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?	৫৮. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ
৫৯। ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?	৫৯. ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ؕ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
৬০। আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই -	৬০. نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ ؕ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
৬১। তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জাননা।	৬১. عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنْشِئَ لَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ
৬২। তোমরাতো অবগত হয়েছে প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তাহলে	৬২. وَلَقَدْ عَمِيتُمْ ؕ النَّشْأَةَ

তোমরা অনুধাবন করনা কেন?

الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ

### কিয়ামাত দিবসে বিচার সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামাত সংগঠিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং পৌত্তলিক ও কাফিরদের ঐ দাবীও নাকচ করে দিচ্ছেন যারা বলে :

أَبَدًا مِّتْنًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (৫৬ : ৪৭)

আল্লাহ তা'আলা ঐ কিয়ামাত অস্বীকারকারীদেরকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্য কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার এবং লোকদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন : প্রথমবার যখন আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তখন তোমরা কিছুই ছিলেনা, তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। লক্ষ্য কর! মানুষের বিশেষ পানির বিন্দুতো স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পৌঁছে থাকে। কিন্তু ঐ বিন্দুকে মানবাকৃতিতে রূপান্তরিত করা কার কাজ? এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, এতে তোমাদের কোনই দখল নেই, কোন হাত নেই, কোন ক্ষমতা নেই এবং কোন চেষ্টা-তাদবীর নেই। এ কাজতো শুধুমাত্র সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল ইয্যাত আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঠিক তদ্রূপ তোমাদের মৃত্যু ঘটাতেও তিনিই সক্ষম। আকাশ ও পৃথিবীবাসী সকলেরই মৃত্যুর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তাহলে যিনি এতো বড় ক্ষমতার অধিকারী তিনি কি এ ক্ষমতা রাখেননা যে, কিয়ামাতের দিন তোমাদের মৃতকে যে বিশেষণে ও যে অবস্থায় ইচ্ছা পরিবর্তিত করে নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন? এটাকেই অন্য জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে :

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রুম, ৩০ : ২৭) অন্য এক জায়গায় বলেন :

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا

মানুষ কি স্মরণ করেনা যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিলনা? (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৬৭) অন্যত্র বলেন :

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَضَرَبَ  
لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا  
الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে  
সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে,  
অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে : অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে  
যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল : ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা  
প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা  
ইয়াসীন, ৩৬ : ৭৭-৭৯) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

أُحْسِبُ الْإِنْسَنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. أَلَمْ يَكْ نُطْفَةٍ مِنْ مَنِيِّ يَمْنَى. ثُمَّ  
كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. أَلَيْسَ ذَلِكَ  
بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَى.

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্থলিত  
শুক্রবিন্দু ছিলনা? অতঃপর সে রজপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে  
আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল  
নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন? (সূরা  
কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩৬-৪০)

৬৩। তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছে কি?	৬৩. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
৬৪। তোমরা কি ওকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?	৬৪. ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ لَحْنُ الزَّرْعُونَ

৬৫। আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা।	<p>٦٥. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ</p>
৬৬। বলবে : আমাদেরতো সর্বনাশ হয়েছে!	<p>٦٦. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ</p>
৬৭। আমরা হত সর্বস্ব হয়ে পড়েছি।	<p>٦٧. بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ</p>
৬৮। তোমরা যে পানি পান কর সেই সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি?	<p>٦٨. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ</p>
৬৯। তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি ওটা বর্ষণ করি?	<p>٦٩. ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ</p>
৭০। আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা?	<p>٧٠. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ</p>
৭১। তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর তা লক্ষ্য করে দেখেছ কি?	<p>٧١. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ</p>
৭২। তোমরাই কি ওর বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?	<p>٧٢. ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ</p>
৭৩। আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের	<p>٧٣. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا</p>

প্রয়োজনীয় বস্তু ।	لِّلْمُقَوِّينَ
৭৪। সুতরাং তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ।	۷۴. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

## উদ্ভিদের অংকুরোদগম, বৃষ্টি বর্ষণ, আগুন প্রজ্জ্বলন এ সবই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে

মহান আল্লাহ বলেন : اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ

الزَّارِعُونَ তোমরা জমি চাষাবাদ করে থাক, জমি চাষ করে বীজ বপন কর। আচ্ছা এখন বলত! তোমরা যে বীজ বপন কর তা অংকুরিত করার ক্ষমতা কি তোমাদের, না আমার? না, না, বরং ওকে অংকুরিত করা, তাতে ফুল-ফল দেয়ার কাজ একমাত্র আমার।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা বল : ‘আমি বীজ বপন করেছি,’ এ কথা বলনা ‘আমি অংকুরিত করেছি’। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আমি এ হাদীসটি শোনার পর বলি, তোমরা কি আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি শুননি : ‘তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছে কি? তোমরা কি বীজ অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?’ (তাবারী ২৩/১৩৯, বাযযার ১২৮৯) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। আমার এ ক্ষমতা আছে যে, আমি ইচ্ছা করলে ওকে শুকিয়ে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি। তখন তোমরা বলতে শুরু করবে : হায়! আমাদেরতো সর্বনাশ হয়েছে। আমাদেরতো আসলটাও চলে গেল। লাভতো দূরের কথা, আমাদের মূলধনও হারালাম! তখন তোমরা বিভিন্ন কথা মুখ দিয়ে বের করে থাক। কখনও কখনও বলে থাক : হায়! যদি আমরা এবার বীজই বপন না করতাম তাহলে কতই না ভাল হত! যদি এরূপ করতাম বা ঐরূপ করতাম! ভাবার্থ এও হতে পারে : ঐ সময় তোমরা নিজেদের পাপের উপর লজ্জিত হয়ে থাক।

تَفَكُّهُ শব্দটির দু'টি অর্থই হতে পারে। একটি হল লাভ বা উপকার এবং

অপরটি দুঃখ বা চিন্তা। مُزْنٌ বলা হয় মেঘকে। মহান আল্লাহ পানির ন্যায় বড় নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন :

أَمْ نَحْنُ الْمُتْرَلُونَ দেখ, বৃষ্টি বর্ষণ করাও আমার ক্ষমতাভুক্ত। কেহ কি মেঘ হতে পানি বর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে? যখন এ পানি বর্ষিত হয় তখন ওকে মিষ্ট ও লবণাক্ত করার ক্ষমতা আমার আছে। এই সুমিষ্ট পানি বসে বসেই তোমরা পেয়ে থাক। এই পানিতে তোমরা গোসল কর, থালা-বাসন ধৌত কর, কাপড় চোপড় পরিষ্কার কর, জমিতে, বাগানে সেচ কর এবং জীব-জন্তুকে পান করিয়ে থাক। তাহলে কেন তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য, যাইতুন, খর্জুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল; অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সূরা নাহল, ১৬ : ১০-১১)

আরাবে মার্বখ ও আফার নামক দু'টি গাছ জন্মে যেগুলির সবুজ শাখাগুলি পরস্পর ঘর্ষিত হলে আগুন বের হয়। এই নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ. এই যে আগুন, যদ্বারা তোমরা রান্না-বান্না কর এবং আরও বহুবিধ উপকার লাভ করে থাক, বলত, এর মূল অর্থাৎ এই গাছ সৃষ্টিকারী তোমরা, না আমি? এই আগুনকে আমি উপদেশ স্বরূপ বানিয়েছি। অর্থাৎ এই আগুন দেখে তোমরা জাহান্নামের আগুনকে স্মরণ করবে এবং তা হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তোমাদের দুনিয়ার এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।' সাহাবীগণ (রাঃ) এ কথা শুনে বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটাইতো (জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য) যথেষ্ট।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'হ্যাঁ, এ আগুনকেও দু'বার পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে যাতে আদম সন্তান এর দ্বারা উপকার লাভ করতে পারে এবং ওর নিকট যেতে পারে।' (তাবারী ২৩/১৪৪) এ হাদীসটি মুরসাল রূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এটা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত হাদীস।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) হতে একটি মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা যে আগুন ব্যবহার কর নিশ্চয়ই তা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। অতঃপর উহা দু'বার সমুদ্রের পানিতে ধৌত করা হয়েছে যাতে উহা থেকে তোমরা উপকার পেতে পার। (আহমাদ ২/২৪৪)

ইমাম মালিক (রহঃ) অন্য এক হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আদম সন্তান যে আগুন জ্বালায় তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তখন তারা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! উত্তাপের জন্য এই পৃথিবীর আগুনইতো যথেষ্ট! তিনি বললেন : (জাহান্নামের আগুন) এর চেয়েও উনসত্তর গুণ বেশি গরম। (মুআত্তা ২/৯৯৪, ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ৪/২১৮৪)

ইবন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং নাযর ইবন আরাবী (রহঃ) বলেন যে, مُقْوِينَ দ্বারা মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/১৪৫) কারও কারও মতে নির্জন ঘরকে مُقْوِينَ বলে। আবার আবদুর রাহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক ক্ষুধার্তকেই مُقْوِينَ বলা হয়। মোট কথা, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যার আগুনের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং আগুন দ্বারা উপকার লাভের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক আমীর, ফকীর, শহুরে, গ্রাম্য, মুসাফির এবং মুকীম সবারই আগুনের প্রয়োজন হয়। রান্নার কাজে, তাপ গ্রহণ করার কাজে, আগুন জ্বালানোর কাজে

ইত্যাদিতে আগুনের একান্ত দরকার। এটা আল্লাহ তা'আলার বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি গাছের মধ্যে এবং লোহার মধ্যে আগুনের ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে মুসাফির ব্যক্তি ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে এবং প্রয়োজনের সময় কাজে লাগাতে পারে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ যিনি এই বিরাট ক্ষমতার অধিকারী সদা-সর্বদা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। যে আল্লাহ আগুন জ্বালানোর মত জিনিস তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, যিনি পানিকে লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি, যাতে তোমরা পিপাসায় কষ্ট না পাও, এই পানি তিনি করেছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রচুর পরিমাণ। দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা এই আগুন তোমাদের উপকারের জন্য বানিয়েছেন এবং সাথে সাথে এজন্যও যে, যাতে তোমরা এর দ্বারা আখিরাতের আগুন সম্পর্কে অনুভূতি লাভ করতে পার এবং তা হতে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'আলার বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাও।

৭৫। আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্ত্রাচলের!	٧٥. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ
৭৬। অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে।	٧٦. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
৭৭। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন -	٧٧. إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ
৭৮। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে,	٧٨. فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ
৭৯। যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা।	٧٩. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
৮০। এটা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতারিত।	٨٠. تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ
৮১। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে?	٨١. أَفَيْهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ



৮২। এবং তোমরা মিথ্যা-  
আরোপকেই তোমাদের  
উপজীব্য করে নিয়েছ!

۸۲. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ  
تُكَذِّبُونَ

### আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের শপথ করছেন

لا অক্ষরটি বিনা প্রয়োজনে অর্থহীনভাবে আলোচিত আয়াতে ব্যবহার করা হয়নি, যেমনটি বিভিন্ন বিজ্ঞজন বলেছেন। বরং যখন কোন জিনিসের উপর শপথ খাওয়া হয় এবং ওটাকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য হয় তখন কসমের শুরুতে এই لا এসে থাকে। যেমন আয়িশার (রাঃ) নিজের উজ্জিতে রয়েছে :

لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ

আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনও কোন স্ত্রীলোকের হাতকে স্পর্শ করেনি। (ফাতহুল বারী ৮/৫০৪) অর্থাৎ বাইআত গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন নিঃসম্পর্ক স্ত্রীলোকের সাথে মুসাফাহা বা করমর্দন করেননি। অনুরূপভাবে এখানেও لا কসমের শুরুতে নিয়ম অনুযায়ী এসেছে, অতিরিক্ত হিসাবে নয়। তাহলে কালামের ভাবার্থ হবে : কুরআন কারীম সম্পর্কে তোমাদের যে ধারণা আছে যে, এটা যাদু, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং এ পবিত্র কিতাবটি আল্লাহর কালাম। অতঃপর আসল বিষয়ের স্বীকৃতি শব্দে রয়েছে। (তাবারী ২৩/১৪৭)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, مَوَاقِعُ النُّجُوم দ্বারা আসমানের তারকাদের উদর ও অন্তর্ধানকে বুঝানো হয়েছে। হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১৪৮) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ তারকাগুলির অবস্থান বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/১৪৮) এরপর ঘোষিত হচ্ছে :

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ অবশ্যই এটা এক মহাশপথ! কেননা যে বিষয়ের উপর শপথ করা হচ্ছে তা খুবই বড় বিষয়। অর্থাৎ এই কুরআন বড়ই সম্মানিত কিতাব। এটা বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় কিতাবে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা। অর্থাৎ শুধু মালাইকা/ফেরেশতারা ই এটা স্পর্শ করে থাকেন। তবে হ্যাঁ, দুনিয়ায় এটাকে সবাই স্পর্শ করে সেটা অন্য কথা। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, পুতঃ পবিত্র বলতে মালাইকার বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/১৫০) আনাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), আবু আশ শা'সা (রহঃ), যাবির ইব্ন যায়িদ আবু নাহিক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১৫১, কুরতুবী ১৭/২৩৫)

ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে مَا يَمَسُّهُ রয়েছে। আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, এখানে পবিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষ নয়, মানুষতো পাপী। (তাবারী ২৩/১৫২) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন : এটা কাফিরদের জবাবে বলা হয়েছে। তারা বলত যে, এই কুরআন নিয়ে শাইতান অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় পরিষ্কারভাবে বলেন :

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنْ

الْسَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ

শাইতানরা ওটাসহ অবতীর্ণ হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা। তাদেরকেতো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ২১০-২১২) এ আয়াতের তাফসীরে এ উক্তিটিই মনে বেশি ধরছে। তবে অন্যান্য উক্তিগুলিও এর অনুরূপ হতে পারে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

تَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ এই কুরআন কবিতা, যাদু অথবা অন্য কোন বিষয়ের গ্রন্থ নয়, বরং এটা সরাসরি সত্য। কারণ এটা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। এটাই সঠিক ও সত্য কিতাব। এটা ছাড়া এর বিরোধী সবই মিথ্যা এবং সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি এটাই হবে যে, তোমরা একে অবিশ্বাস করবে?

ইব্ন জারীর (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (রহঃ) হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর (রহঃ) হতে, তিনি শুবাহ (রহঃ) হতে, তিনি আবু বিশর (রহঃ) হতে,

তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কোন কোন লোকের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হলে তারা কুফরী করত এই বলে যে, অমুক অমুক তারকার জন্য তোমরা বৃষ্টি পেয়েছ। এরপর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) পাঠ করেন **وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ** এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছ! (তাবারী ২৩/১৫৪) এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ।

ইমাম মালিক (রহঃ) সালিহ ইব্ন কাইসান (রহঃ) হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রহঃ) হতে, তিনি যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বলেন : ‘আমরা হুদায়বিয়ায় অবস্থান করছিলাম, রাতে খুব বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। ফাজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের দিকে মুখ করে বলেন : ‘আজ রাতে তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন তা তোমরা জান কি?’ জনগণ বললেন : ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল জানেন।’ তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন : ‘আজ আমার বান্দাদের মধ্যে অনেকে কাফির হয়েছে এবং অনেকে মু‘মিন হয়েছে। যে বলেছে যে, আল্লাহর ফযল ও কাওমে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকাকে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে যে, অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার সাথে কুফরী করেছে এবং তারকার উপর ঈমান এনেছে।’ (মুআত্তা মালিক ১৯২, ফাতহুল বারী ২/৩৮৮, মুসলিম ১/৮৩, আবু দাউদ ৪/২২৭, নাসাঈ ৩/১৬৫)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হাসান বাসরী (রহঃ) মাঝে মাঝে বলতেন : কতইনা হতভাগা তারা যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করার পরেও আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা কুরআন পাঠ করলেও ওর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করার ফলে কোন উপকারই তারা লাভ করেনা।

**أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ**

৮৩। পরব্রহ্ম কেন নয় - প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়,	৮৩. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ
৮৪। এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক,	৮৪. وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ

<p>৮৫। আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা।</p>	<p>۸۵. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ</p>
<p>৮৬। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও -</p>	<p>۸۶. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ</p>
<p>৮৭। তাহলে তোমরা ওটা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!</p>	<p>۸۷. تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ</p>

## মৃত্যুর সময় রুহ গলার কাছে আসার পর যেমন উহা আর ফিরে যায়না তেমনি কিয়ামাত দিবস সত্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন : যখন রুহ কণ্ঠাগত হয় অর্থাৎ যখন মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. وَالْتَفَتِ السَّاقُ  
بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ

যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে : কে তাকে রক্ষা করবে? তখন তার প্রত্যয় হবে যে, উহা বিদায়ক্ষণ। এবং পায়ের সংগে পা জড়িয়ে যাবে। সেদিন তোমার রবের নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ২৬-৩০) এ জনাই এখানে বলেন : তখন তোমরা তাকিয়ে থাক। অর্থাৎ একটি লোক বিদায় ক্ষণে উপস্থিত, সে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে, রুহ বিদায় হতে চলেছে। তোমরা সবাই তার পার্শ্বে বসে তার দিকে তাকাতে থাক। কিন্তু তোমাদের কেহ কিছু করতে পারে কি? না, কেহই কিছু করতে সক্ষম নয়। আমার মালাইকা ঐ মৃত্যুমুখী ব্যক্তির তোমাদের চেয়েও বেশি নিকটে রয়েছে যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَهُوَ الْغَافِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۖ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন। তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিত্ব হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আন'আম, ৬ : ৬১-৬২) আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تَرْجِعُونَهَا ۖ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও তাহলে তোমরা ওটা অর্থাৎ প্রাণ ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ যদি এটা সত্য হয় যে, তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবেনা এবং তোমাদেরকে হাশরের মাইদানে হাযির করা হবেনা, যদি তোমরা হাশর-নশরে বিশ্বাসী না হও এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা ইত্যাদি, তাহলে আমি বলি যে, তোমরা তাহলে ঐ রূহকে যেতে দিচ্ছ কেন? কিন্তু তোমরা তা কখনও পারবেনা। সুতরাং জেনে রেখ যে, যেমন এই রূহকে আমি দেহে নিক্ষেপ করতে সক্ষম ছিলাম তেমনই দ্বিতীয়বার ঐ রূহকে দেহে নিক্ষেপ করে নতুনভাবে জীবন দানেও আমি সক্ষম হব।

৮৮। যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয় -	৮৮. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
৮৯। তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় উদ্যান;	৮৯. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٍ
৯০। আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় -	৯০. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ

	أَصْحَابِ الْيَمِينِ
৯১। তাকে বলা হবে : হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি।	۹۱. فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
৯২। কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয় -	۹۲. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ
৯৩। তাহলে রয়েছে আপ্যায়ন, অত্যাশু পানির দ্বারা -	۹۳. فَتُزَلُّ مِنْ حَمِيمٍ
৯৪। এবং দহন, জাহান্নামের।	۹۴. وَتَصْلِيَةٌ حَهِيمٍ
৯৫। এটাতো প্রুব সত্য।	۹۵. إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
৯৬। অতএব তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	۹۶. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

### মৃত্যুর সময় মানুষের অবস্থা

এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মৃত্যুর পর মানুষের হয়ে থাকে। হয়তো সে উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হবে বা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হবে, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, কিংবা হয়তো সে হতভাগ্য হবে, যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেছে এবং সত্য পথ হতে গাফিল থেকেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা, যারা তাঁর আহকামের উপর আমলকারী ছিল এবং অবাধ্যাচরণের কাজ পরিত্যাগকারী ছিল তাদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় মালাইকা নানা প্রকারের

সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন। যেমন ইতোপূর্বে বারা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস গত হয়েছে যে, রাহমাতের মালাইকা তাদেরকে বলেন : 'হে পবিত্র দেহের পবিত্র আত্মা! বিশ্রাম ও আরামের দিকে চল, পরম করুণাময় আল্লাহর দিকে চল যিনি কখনও অসম্ভ্রষ্ট হবেননা। (আত তিওয়াল ২৫, আবু দাউদ) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, رَوْح এর অর্থ হচ্ছে বিশ্রামের স্থান। (তাবারী ২৩/১৫৯)

মুজাহিদও (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, رَوْح 'রাওহ' এর অর্থ হচ্ছে বিশ্রাম। আবু হাজরা (রহঃ) বলেন যে, 'রাওহ' অর্থ হচ্ছে পৃথিবী থেকে বিশ্রাম লাভ। (তাবারী ২৩/১৬০) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আনন্দিত হওয়া। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ এর অর্থ হচ্ছে জান্নাত ও আনন্দিত হওয়া। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে 'রাওহ' অর্থ হচ্ছে ক্ষমা প্রদর্শন। ইব্ন আব্বাস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, রাইহান, এর অর্থ হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী। এই তিনটি বর্ণনার ভিতর আসলে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তির মারা যাওয়ার পর আল্লাহর কাছ থেকে পাবে তাঁর ক্ষমা, বিশ্রাম, খাদ্য সামগ্রী, আনন্দ-উৎফুল্লতা এবং جَنَّةُ نَعِيم জান্নাতের বাগান। আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটানো হয়না যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের রাইহান নামক স্থানের কোন এক জায়গায় তার রুহকে জায়গা দেয়ার ব্যবস্থা করা না হয়। (তাবারী ২৩/১৬০)

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন যে, মৃত্যুর পূর্বেই মরণমুখী প্রত্যেক ব্যক্তিই সে জান্নাতী নাকি জাহান্নামী তা জানতে পারে।

একটি সহীহ রিওয়াযাতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : শহীদদের রুহগুলি সবুজ রংয়ের পাখীর ভিতর অবস্থান করে, যে পাখী জান্নাতের সব জায়গায় ইচ্ছামত বিচরণ করে ও পানাহার করে এবং আরশের নীচে লটকানো লণ্ঠনে আশ্রয় নেয়। (মুসলিম ৩/১৫০২)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আ'তা ইব্ন সাঈদ (রহঃ) বলেন যে, আবদুর রাহমান ইব্ন আবি লাইলা (রহঃ) গাধায় সওয়ার হয়ে একটি জানাযার পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন বার্বাক্যে উপনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর চুল দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন যে, অমুকের পুত্র অমুক তাঁর নিকট বর্ণনা

করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।’ এ কথা শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) কাঁদতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন : ‘তোমরা কাঁদছ কেন?’ উত্তরে তাঁরা বলেন : ‘আমরাতো মৃত্যুকে অপছন্দ করি (তাহলেতো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে আমাদের পছন্দ করা হলনা)।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন : ‘আসলে তা নয়। ঐ সময় (মৃত্যুকালীন অবস্থায়) আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদেরকে সুখ-শান্তিময় ও আরামদায়ক জান্নাতের সুংবাদ দেয়া হয়, যার কারণে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আল্লাহর সাথে মিলিত হতে চায়। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলাও তাদের সাথে আরও তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ কামনা করেন। কিন্তু যদি তারা সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয় তাহলে তাদেরকে অত্যাশং পানির আপ্যায়ন ও জাহান্নামের দহনের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং তাদের রুহ আল্লাহ তা‘আলার নিকট হাযির হতে অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলাও তাদের সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।’ (আহমাদ ৪/২৫৯) সহীহ বুখারী ও মুসলিমের আয়িশা (রাঃ) হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ১১/৩৬৪, মুসলিম ৪/২০৬৫) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّمَا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ যদি সে ডান দিকের লোকদের একজন হয় তাহলে মৃত্যুর মালাক তাকে সালাম দেয় এবং বলে : তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর আযাব হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। তাকে বলা হবে : হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি সালাম বা শান্তি। অন্য আয়াতে রয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ



যারা বলে : আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলে : তোমার ভীত হইয়োনা, চিন্তিত হইয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ৩০-৩২) প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ  
অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার জন্য আপ্যায়ন রয়েছে  
অত্যুষ্ণ পানির এবং জাহান্নামের দহন রয়েছে যা নাড়ী-ভুঁড়ি বলসে দিবে।  
এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ  
এটাতো ধ্রুব সত্য।  
অতএব, তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি وَيُحَمِّدُهُ الْعَظِيمِ বলে তার জন্য  
জান্নাতে একটি গাছ রোপণ করা হয়।' (তিরমিযী ৯/৪৩৪, নাসাঈ ৬/২০৭)  
ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি  
ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'দু'টি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করা খুবই সহজ, কিন্তু  
পাল্লায় ওয়নে খুবই ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়, বাক্য দু'টি  
হল : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

'মহা পবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি  
মহামহিম।' (ফাতহুল বারী ১৩/৫৪৭)